RANIGANJ GIRLS' COLLAGE

Searsole Rajbari, Paschim Burdwan

Name :- Anima Murmu
Semester :- 6th (B.A 3rd year)
Roll No :- 123
B.A Honours in political Science
Registration no :- KNUREG1181130004444
Admit no :- 1131806121034002

PROJET WORK :- Core - 14

Indian Political Thought and Gandhiji

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার প্রকল্প রূপায়ণের কোনো রূপ সামাজিক ধারণা না থাকলেও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষিকা 'সুবোধি সুভাষ রক্ষিত'-এর কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই কাজে আমি অনুপ্রাণিত হই এবং সাফল্যের সাথে কাজটি সম্পূর্ণ করি।

এর জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও বিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ তাই সকলে ধন্যবাদ জানাই আমার সহপাঠীদের যারাও বিভিন্নভাবে এ কাজে আমাকে সাহায্য করেছে।

ছাত্রীর স্বাক্ষর

অনিমা মুর্মু

শিক্ষকের স্বাক্ষর

সূচিপত্র

SL.NO	Content	Page No
1.	ভূমিকা	1-4
2.	মহাত্মা গান্ধীর কর্ম ও জীবন	5-7
3.	রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা	8-11
4.	সত্য ও অহিংসা	9-11
5.	রামরাজ্য	11
6.	গান্ধীজির রাষ্ট্র	12-13
7.	বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বন	12-13
8.	সমালোচনা	13-14
9.	রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য	14-15
10.	স্বরাজ সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা	15-16
11.	হিন্দ স্বরাজ	17
12.	আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা	17-18
13.	মূল্যায়ন	19-21
14.	উপসংহার	22
15.	তথ্যসূত্র	23

গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তা

ভূমিকা:— মহাত্মা গান্ধী ছিলেন বিশ্বনাগরিক, তথা বিশ্ববিবেক। তিনি ছিলেন সর্বকালের একজন বিশিষ্ট মানবতাবাদী। আধুনিককালে ভারত আরও মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব বিশ্বকে উপহার দিয়েছে তাদের মধ্যে গান্ধীজির নিজস্থানে বিশিষ্ট। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে বহু বড়মাপের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁদের অনেকেই সমকালীন বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর উপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব - প্রতিপত্তি কায়েম করেছেন। কিন্তু মানবজাতির চিন্তা ও কর্মের উপর গান্ধীজির মত কেউই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। মহাত্মার মতাদর্শ ও কাজকর্ম সমগ্র মানবজাতিকে সামগ্রিকভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি এমনই এক মাপের মানুষ ছিলেন যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বুদ্ধ ও খ্রীস্টের সাথে তাঁর কথা বলবে। কার্ল হিথ (Carl Heath) তাঁর Apostle of Lif and Truth Force শীর্ষক গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে

টমাস মের্টন বলেছেন: "the type of the civilized and humanized man."

আনুষ্ঠানিক অর্থে গান্ধীজীকে রাষ্ট্রদার্শনিক বলা যায় না। তিনি কোন সুসম্বদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের অবতারণা করেন নি। দূরকল্পনামূলক কোন রাজনীতিক দর্শন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। গান্ধী নিজেই এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের রাজনৈতিক মতামত সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি যে শব্দ ব্যবহার করেন তা সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থবহ। আবার কিছুটা অস্পষ্টতা থাকায় তাঁর বক্তব্যের নানা ব্যাখ্যা হতে পারে। বস্তুত সে অর্থে গান্ধীবাদ বলে কিছু নেই। এ হল জীবনযাপনের এক পদ্ধতি। এ হল মানবজীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, এক নতুন জীবনদর্শন। জীবনধারার বিভিন্ন দিকে সনাতন মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনদর্শন থেকে আধুনিক সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান সূত্র পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু মহাত্মার সমগ্র জীবনটাই হল একটি সুসমন্বিত দর্শন। ভারতীয় দর্শন হল প্রথমতঃ একটি জীবনধারা এবং অতঃপর একটি চিন্তাধারা। ভারতীয় দর্শনের এই মূল তত্ত্বের অপূর্ব অভিব্যক্তি ঘটেছে মহাত্মা গান্ধীর জীবন-ধারায়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবন দিয়ে ভারতীয় দর্শনের এই মূল কথার পরিকল্পনা ও প্রয়োগকে প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর জীবনে তত্ত্ব ও ব্যবহারের এক বিরল সমাবেশ ঘটেছে। অধ্যাপক ড. বালি (Dev Raj Bali) তাঁর Modern Indian Thought শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন: "He (Gandhi) was a Practical idealist so to speak."

এই বিশ্বসংসারে অশুভ শক্তির অস্তিত্ব ও তার ক্রিয়াকলাপ অনস্বীকার্য। গান্ধীজির সব রকম অশুভ শক্তিকে দুনিয়া থেকে দূর করতে সংগ্রাম করেছেন। পৃথিবীতে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ-বৈষম্য ও অন্যায়-অবিচার আছে। এ সবের অবসানের প্রয়াসে গান্ধীজি সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হয়েছেন। বস্তুত মহাত্মা গান্ধী এ সব বিষয়ে সত্য কে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। নিজের জীবনধারায় তিনি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করা, মানুষের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতি সম্প্রসারিত করা, মানুষের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা এবং মানুষের স্বার্থে

মর্যাদা নিশ্চিত প্রদান করা। ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীজি ছিলেন নম্র হবার এবং মানুষের মনের মর্যাদার শিক্ষা প্রদান করা। গান্ধীজি ছিলেন ভদ্র, সহজ-সরল ও সন্ন্যাসীসুলভ। নিজের দোষ-ত্রুটির স্বীকার ও স্বাস্থ্যচিন্তার ব্যাপারে গান্ধীজির আন্তরিক উদ্যোগ ছিল। গান্ধীজি সব সময়ে নিজেকে সমস্ত বিশ্বের নাগরিক হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজনীতি ও ভারতীয় রাজনীতি ছিল তাঁর পরীক্ষাগার। এই পরীক্ষাগারে তিনি সত্য অহিংসার বিভিন্ন উপায় পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। মানবিকতার কাঠামোর উপর যখন নানা দিক থেকে আদিম-অভব্য ও বর্বর আক্রমণ ঘনিয়ে আসছে, মানুষ যখন ধ্বংসলীলার উন্মাদনায় উন্মত্ত, দ্রুত বিবর্তনের পরিণামে নৈতিক মূল্যবোধ যখন তলানিতে ঠেকেছে, সেই রকম এক সময়ে খাঁটি মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগ-আয়োজন নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন জাতির জনক, এক বিশাল মাপের জননেতা। তৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রনেতা, কূটনীতিবিদ, আমলা বা অন্য সরকারী আধিকারিকদের সঙ্গে সংযোগ সম্পর্ক রেখে চলতেন।

জীবন ও কর্ম :— পুরো নাম মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী। জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর। পশ্চিম ভারতের একটি ছোট্ট রাজ্য পোরবন্দরে তাঁর জন্ম হয়। বৈষ্ণব পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়। বাবা করমচাঁদ গান্ধী রাজকোটের কাথিয়াওয়াড় স্টেটের প্রধান মন্ত্রী হন। পরিবেশের প্রভাবে অল্প বয়সেই তিনি হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মৌলিক বিষয়াদির সঙ্গে পরিচিত হন। গান্ধীজীর পরবর্তী কর্মময় জীবনের উপর এর প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আইন শিক্ষার জন্য মোহনদাস ইংল্যান্ডে পাড়ি দেন। তখন তাঁর বয়স উনিশ। বিলেতেই তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর মুম্বাই (বোম্বাই)-তে চলে যান। আইনজীবির কর্মসূত্রেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করেন। ১৮৯৩ থেকে ১৯১৪ সাল অবধি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থান কালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজি জাতি ও বর্ণগত সাম্যের জন্য কাজ করেন। গান্ধীজির এই ভূমিকা পৃথিবীর অগ্রগামী চেতনায় কাছে এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। গান্ধীজির এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দশা দূরীকরণের

উদ্দেশ্য পরিচালিত হয়েছিল। এ কথা ঠিক। কিন্তু এই আন্দোলন নিছক কোন জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ আন্দোলন ছিল না। সকল মানুষ স্বাধীন ও সমান — এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেছেন: "It was a fight for the deep truth that all men are free and equal, and it was this message which made C.F. Andrews, One of the greatest Christians of this Century, the devoted follower of the Mahatma since the days of the South African Satyagraha Movement." দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনই মূল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংস আন্দোলনের প্রথম প্রয়োগ।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সফল হয়ে গান্ধীজি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯১৫ সালের ৯ই জানুয়ারী। অতঃপর তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ভারত ও ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য ১৯১৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত গান্ধীজি নিরলসভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। নেতা হিসাবে হবে তাঁর জায়গা জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাৎসিনি ও সান-ইয়াৎ-সেন-এর সারিতে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর কার্যাবলী ও কৃতিত্বকে ভারত ও ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। সত্য ও অহিংসার প্রতি তাঁর অবিচল অকুণ্ঠ অনুরক্তি

অবিস্মরণীয়। মহাত্মা গান্ধীর সত্যনিষ্ঠা ও অহিংসা ও অহিংসার জন্য তাঁর উৎসর্গীকৃত প্রাণের পরিচয়। মহাত্মা গান্ধীর এই মৌলিক চিন্তার মূল বিষয় হল: বিশ্বাসের পাহাড়ের থেকে সত্যের বালুকণা অনেক বেশী শক্তিশালী। সত্য ও অহিংসার জন্য তিনি সব সময়ে মৃত্যুর সাথে লড়েছেন।

বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের ছল-চাতুরীর প্রতি তিনি ছিলেন বধির। কিন্তু মানবাত্মার অন্তরের আবেদনের প্রতি তিনি ছিলেন অনন্যমনা। সত্যের জন্য সংগ্রামে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জীবনব্যাপী এবং গীতার কর্মবাদের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঘটেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের আগে সুদীর্ঘ প্রায় চোদ্দ বছর তিনি এ দেশে অনুপস্থিত ছিলেন। এই কারণে দেশে ফেরার প্রায় বছর খানেক ধরে তিনি মাতৃভূমির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পরিভ্রমণ করেন। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে মহাত্মা গান্ধী ভারত ও ভারতবাসীর জন্য এক সংগ্রামী ও কর্মবহুল জীবন পরিচালনা করেছেন। দেশ ও দেশবাসীর জন্য তাঁর আত্মত্যাগ অনন্যসাধারণ। 'অহিংসা' ও 'সত্যাগ্রহ' সংগ্রামের এই দুটি বিষয়ক হাতিয়ারকে নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। দেশের অবহেলিত অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ ছিল তাঁর 'হরিজন'। তাদের জন্য তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এই মহামানবের জীবনে অবসান ঘটেছে এক আততায়ীর গুলিতে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী তারিখে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণাঃ—

মহাত্মা গান্ধী সুসংবদ্ধভাবে কোনো স্বতন্ত্র 'রাজনৈতিক দর্শন' প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করেন নি। গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তা কোনো প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদারনীতিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসবাদ, নৈরাজ্যবাদ প্রভৃতি পরিচিত কোনো রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্র-ভাবনা সামঞ্জস্য রহিত। কিন্তু গান্ধীজির সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের মধ্যে এই সমস্ত সুপরিচিত রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের কিছু কিছু উপাদানের উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্র সম্পর্কিত উদারনীতিবাদ বা আদর্শবাদের সঙ্গে গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার মিল নেই। কারণ তিনি রাষ্ট্রকে দেবতা হিসাবে প্রতিপন্ন করেন নি। আবার গান্ধীজির রাষ্ট্র ভাবনা মার্কসবাদ বা অতি-বৈপ্লবিক কোনো মতবাদের সমগোত্রীয় নয়। কারণ তিনি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির কথা বলেন নি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও মনীষীর মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন করে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অমানবিক ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সবের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার কাঠামো।

মহাত্মা গান্ধী সত্য ও অহিংসার পূজারী হিসাবে পরিচিত। এই দুটি আদর্শ তাঁর ব্যক্তিগত ও সমগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণার মূল ভিত্তি হল অহিংসা নীতি, এবং মতে হিংসা হল এক অশুভ শক্তি। হিংসার ভিত্তিতেই বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটে। গান্ধীজির রাষ্ট্র চিন্তার উপর টলস্টয়-এর গভীর প্রভাব পড়েছে। মহাত্মার একান্ত সচিব ও জীবনীকার হিসাবে সুবিদিত প্যারেলাল মন্তব্য করেছেন: "Talstoy Moulded Gandhiji's whole out-look on life. His views on art, reli- gion and ecomics -- no less than on Politics were Profoundly influenced by Talstoy." এছাড়া গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার উপর থোরো (David Thoreau)-র প্রভাবও কম নয়। ১৯০৮ সালে লিখিত 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে মহাত্মার রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে। মহাত্মার মতে বলপ্রয়োগই হল আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। অহিংস বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার অস্তিত্ব বজায় রাখে।

মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে ভয়ের চোখে দেখেছেন। কারণ রাষ্ট্র ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করে। অথচ সমাজের যাবতীয় উন্নতি ও বিকাশের মূলে ব্যক্তির ভূমিকাই বর্তমান।

ব্যক্তি প্রাণময়, কিন্তু রাষ্ট্র প্রাণহীন। গান্ধীজির-
মতানুসারে রাষ্ট্র হল কেন্দ্রীভূত সংগঠিত হিংসার-
অভিব্যক্তি। শারীরিক বলপ্রয়োগ দ্বারাও সামাজিক
ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসার প্রয়োগ প্রয়োগ
পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র হল মানুষের সমাজ
ব্যবস্থার মধ্যে অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর একটি
প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বুদ্ধি
ও নৈতিকতায় শ্রেষ্ঠ নয়। গান্ধীজি ঐতিহাসিক, নৈতিক,
দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল
দিক দিয়েই রাষ্ট্রের উপযোগিতার বিষয়টিকে একে
বারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিসত্তার
উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে
ব্যক্তিই হল কর্তৃত্ব ও মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু। সমাজের
মৌলিক উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ সাধন।
ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই কর্তব্যের বিকাশ ও
সুযোগের কথা বলা হয়। তবুও গান্ধীজি রাষ্ট্রীয়
ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধ করার জন্য এই মত-পোষণ
করেছেন। গান্ধীজির মতানুসারে জনজীবনই হল মূল,
রাষ্ট্র ফল মাত্র। মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রের চরম
সার্বভৌমিকতা-বিরোধীতা করেছেন। এই বিরোধীতার
পিছনে বিভিন্ন কারণ বর্তমান। এই বিভিন্ন কারণ
হল: (১) গান্ধীজি তিনি রাষ্ট্রের মানুষের অভ্যন্তরীন
ও নীতিগত বিবেকবোধের ক্ষেত্রের উপর বিশেষ
গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(২) অর্থনীতি গান্ধীজি সার্বিক কর্তৃত্বের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের প্রাধান্যের উপর জোর দিয়েছেন।
গান্ধীর মতে রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না।

• **রাম রাজ্য** :— মহাত্মা গান্ধী একেবারে নতুন ধরনের এক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় রাজন্য ও চৈতালিয়ার মধ্যে, পুঁজিপতির ও শ্রমিকের মধ্যে কোন রকম বৈষম্য থাকবে না। এমনি পথের কুকুরও ন্যায়বিচার পাবে। এই সমাজ হবে শ্রেণীহীন। এই সমাজে হিংসার প্রতীক রাষ্ট্রের কোন স্থান নেই। এক আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে গিয়ে গান্ধীজি রাষ্ট্রবিহীন গণতন্ত্র এর কথা বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও আধ্যাত্মিক শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেছেন।
প্যারেলাল মন্তব্য করেছেন : Gandhiji was a firm believer in a classless, egalitarian Society in which there would be no distinction of rich and Poor, high and low."
গান্ধীজির এই আধ্যাত্মিক শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ, অহিংসা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজ ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্র থাকবে না এবং কোন রাজনৈতিক ক্ষমতাও থাকবে না।

গান্ধীজির রাষ্ট্র:— মহাত্মা গান্ধী মার্কসীয় দর্শনের মত রাষ্ট্রের একেবারে বিলুপ্তির কথা বলেন নি। তাঁর অভিমত অনুযায়ী সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এবং সেই রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি ন্যূনতম মাত্রায় সঙ্কুচিত হবে। তিনি আরও বলেছেন যে, ভারী শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থা, বিশাল আকার আয়তনের যন্ত্রপাতি সৈন্যবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আমলা বাহিনী, বড় বড় হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমাজে থাকবে তবে মানুষের নৈতিক কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য কায়েম হবে। হিংসার কাঠামো হিসাবে রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে।

গান্ধীজির রাষ্ট্র পরিকল্পনার দুটি মূল কথা হল বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বাবলম্বন। গান্ধীজির এই রামরাজ্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং গ্রামভিত্তিক হবে। সত্যাগ্রহী গ্রামগুলি সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। গান্ধীজির স্বপ্নের 'রামরাজ্য' বলতে রাষ্ট্রবিহীন অহিংস গণতন্ত্রকেই বোঝায়। সমাজ জীবনে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সাম্য বর্তমান থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পরিশ্রম করবে। পঞ্চায়েতী রাজের ভিত্তিতে এই বিকেন্দ্রীকরণ যুক্ত সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হবে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্ব-শাসিত এই গ্রামীন সমাজ হবে স্ব-নির্ভর বা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

তিনি অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পদ-সামগ্রীর বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির নৈতিক ও মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কথা বলেছেন। গান্ধীজি বলেছেন: "আমার কল্পনায় গ্রামস্বরাজ হল একটি পরিপূর্ণ 'প্রজাতন্ত্র'।" তিনি এর নাম দিয়েছেন গ্রামীণ প্রজাতন্ত্র।

মহাত্মাগান্ধী নৈরাজ্যবাদীদের মতো এক নতুন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সকলের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হবে। তবে এই প্রতিষ্ঠা হবে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মাধ্যমে। এ ধরনের এক সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে গান্ধীজির মনে সন্দেহ-সংশয় ছিল। এমন আশঙ্কা তিনি প্রকাশ করেছেন যে এ ধরনের এক আদর্শ সমাজজীবন হয়তো বাস্তবে অধরাই থেকে যাবে। তবে এ রকম আদর্শ সমাজ জীবনের পথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন।

• সমালোচনা :— আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার বিরূপ সমালোচনা করা হয়।

(১) অনেকের মতে রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণা স্ব-বিরোধী। একদিকে তিনি রাষ্ট্রবিহীন গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। আবার অন্যদিকে রাষ্ট্রের হাতে সর্বনিম্ন কম ক্ষমতা প্রদানের তত্ত্ব প্রচার করেছেন।

(২) গান্ধীজির 'রাম রাজ্য' এক অবাস্তব পরিকল্পনা হিসাবে সমালোচনা করা হয়। সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা যা গান্ধীজির পরিকল্পিত রামরাজ্য নিতান্তই কল্পলোকের বিষয়। রামরাজ্যের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা কার্যত অসম্ভব। বস্তুত তিনি নিজেও এ রকম সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

(৩) গান্ধীজির অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশেই দোষে দুষ্ট। এক্ষেত্রে তাঁর মতবাদ আধুনিক উন্নতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের আর্থিক নীতি ও কার্যাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। অনেকের মতে গান্ধীজির নীতি সভ্যতার অগ্রগতির পরিপন্থী। এমনকি চিকিৎসা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও গান্ধীজির উন্নত আধুনিক ব্যবস্থার বিরোধী সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

- রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য :— গান্ধীজীর রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিকগুলি পর্যালোচনা করলে মার্কসীয় দর্শনের কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য দেখা যায়। এরই ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন যে, মার্কসবাদের সঙ্গে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্যমূলক আলোচনা প্রসঙ্গে এঁরা বলেন যে মহাত্মা গান্ধী ও মার্কস উভয়েই রাষ্ট্রবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রসঙ্গে উভয়েরই মত হল

তাঁর মতানুসারে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল অনৈতিক ও অন্যায়। গান্ধীজি অহিংস-সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে এই অহিংস উপায়ের মাধ্যমে কাম্য পরিবর্তন সম্ভব।

• স্বরাজ সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা :-

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বরাজ বলতে আত্মশাসন বা আত্ম নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মতে স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণা অধিকতর অর্থবহ। গান্ধীদর্শনের স্বরাজ-সম্পর্কিত ধারণার ব্যঞ্জনা বিশেষ ভাবে ব্যাপক। প্রাথমিক ভাবে স্বরাজ বলতে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তিকে বোঝায়।

মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ সম্পর্কিত সমগ্র ধারণা বিশেষ একটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিষয়টি হল অহিংসা ও সত্যাগ্রহের সাথে স্বাধীনতা অর্জন। স্বরাজের ধারণা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন সম্ভব হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ এবং প্রয়োজন হলে এর বাইরে-স্বাধীনতা অর্জন। ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা বা সহাবস্থানের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচিত হওয়ার প্রাক্কালে 'স্বরাজ' শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'স্বরাজ' কথাটির সঠিক ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সকলে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

যে, রাষ্ট্র একটি শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র কাজ করে। বস্তুত দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিগত বিষয়ে মার্কসবাদ ও গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

(1) গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তা মূলত ধর্ম ও নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাদির বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মার্কস সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।

(2) রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রসঙ্গে গান্ধীজি ও মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে। মার্কসবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হল শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার বিশেষ। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে। গান্ধীজি তা মনে করেন না।

(3.) মার্কসবাদে সর্বহারার বিপ্লবের অনিবার্যতার কথা বলা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয় যে, বুর্জোয়া শ্রেণী কখনই নিজের থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্বহারা শ্রেণীকে দেবে না। তাই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে হবে।

<u>হিন্দ স্বরাজ</u> :— মহাত্মা গান্ধী অহিংসার উন্নত মানের 'হোমরুল' উদ্ভাবনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি গ্রাম-সমাজের 'হোম রুল' বা স্বরাজকেই অহিংসার পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী ছিলেন। ওঁর অভিমত অনুযায়ী গ্রাম-সমাজের উপর অভিজাত সাহেবী আধুনিক সভ্যতার প্রভাব পড়ে নি। 'হিন্দ স্বরাজ'-এর মধ্যে গান্ধীজির স্বরাজ সম্পর্কিত ধারণা নিহিত আছে। মহাত্মার মতানুসারে বস্তুগত সুখ লাভ বা ক্ষমতার হস্তান্তর 'হিন্দ স্বরাজ' নয়। 'সকলে না পাওয়া পর্যন্ত আমরাও নেব না'- এই চেতনা আমাদের মধ্যে এলে স্বরাজ আসবে। সকলের জন্য সকলের সমাজ হলো স্বরাজ। এই স্বরাজের উদ্দেশ্য হল বৈদেশিক শাসনের অবসান, নৈতিকতার বিকাশ ও বিস্তার, পূর্ণ অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সামাজিকতা প্রভৃতি। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ ক্ষমতার অধিকারী হলে তাকে স্বরাজ বলা হয়ে যায় না। ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ-এ প্রতিটি মানুষের সামর্থ্য থাকা দরকার। তবেই স্বরাজের সৃষ্টি হতে পারে।

● আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কিত গান্ধীজির ধারণা :— মহাত্মা গান্ধীর জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। জাতির জনক গান্ধীজি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় জাতীয়তাবাদী নেতা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন বিশ্ববন্দিত এক-

আন্তর্জাতিকতাবাদী। মহাত্মা গান্ধী জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশ্ব-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। জাতীয়তাবাদী মনোভাব সংকীর্ণ রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি সমর্থন করেন নি। তিনি মানব সভ্যতার বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন। এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি সুস্থ-জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তবে উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ, অর্থাৎ জাতি-বিদ্বেষকে তিনি লোভবর্জিত আগ্রাসনাত্মক জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছেন। এবং তাঁর জাতীয়তাবাদ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বাহুবল প্রয়োগের সম্পূর্ণ বিরোধী।

মহাত্মা গান্ধী শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ এক দুনিয়ার কথা বলেছেন। এই দুনিয়ায় থাকবে- অহিংসা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। এই আন্তর্জাতিক সংগঠনটি অহিংসা-নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হবে। এই সংগঠনের মধ্যে থাকবে একটি অহিংসা আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী। এই পুলিশ বাহিনী কাজ হবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে বিরোধ-বিবাদ - বিসংবাদ রোধ করা। এইভাবে গান্ধীজি এই অহিংস আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরবিচ্ছিন্ন ও স্থায়ী শান্তিপূর্ণ মানবজাতি সম্ভব হবে। গান্ধীজি বিচ্ছিন্নভাবে রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতার কথা বলেননি। সর্বত্রের বিদ্যমান স্বাধীন রাষ্ট্রের কথাও তিনি বলেন নি।

● <u>মূল্যায়ন</u> ঃ — মহাত্মা গান্ধীকে সঠিক অর্থে নৈরাজ্যবাদী বলা যায় কিনা, সে বিতর্কের অবকাশ আছে। গান্ধী-দর্শনের ব্যাখ্যা কারকদের মধ্যে অনেকে গান্ধীজিকে নৈরাজ্যবাদী বলার পক্ষপাতী। আবার অনেকে তাঁকে নৈরাজ্য বলার বিরোধী। মহাত্মা গান্ধীকে যে সমস্ত চিন্তাবিদ নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে ড. বিনয় সরকার, ড. গোপীনাথ ধাওয়ান প্রমুখ পণ্ডিতের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) ড. সরকার গান্ধীজিকে আলেকজান্ডার ক্রপোটকিন, মাইকেল বাকুনিন ও লিও টলস্টয়ের মত নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে অভিহিত করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে রাষ্ট্রবিমুখতার কথা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষার কথা আছে। সুতরাং গান্ধীজিকে নৈরাজ্য বলতে বাধা নেই।

(২) ড. ধাওয়ান মহাত্মা গান্ধীকে নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদ হিসাবে পরিচিত করার পক্ষপাতী। গান্ধীজি সকলের সার্বিক কল্যাণ সাধনের কথা বলেছেন। তাঁর মতানুসারে এই উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্র হিংসাশ্রয়ী। কেবলমাত্র রাষ্ট্রহীন জনতন্ত্রে সকলের সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব। এই সমাজের মধ্যে স্বাধীন জনসম্প্রদায়ের মাধ্যমে এই কল্যাণ সাধন সম্ভব। কারণ এ ধরনের রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থায় বলপ্রয়োগ, শোষণ ও স্বার্থপরতার পরিবর্তে অহিংসা, প্রেম ও ত্যাগের আদর্শের-

প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকে আবার মহাত্মা গান্ধীকে 'ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদী' বা 'শান্তিবাদী নৈরাজ্যবাদী' হিসাবে হিসাবে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

গান্ধী-দর্শনের ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে কেউ কেউ মহাত্মা গান্ধীকে নৈরাজ্যবাদী বলার বিরোধী।

এই শ্রেণীর চিন্তাবিদদের মধ্যে ড. দাওয়ার, ড. মজুমদার, স্প্রাট, হরিদাস মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) পশ্চিমী নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করার কথা বলেছেন। মহাত্মা গান্ধী ও বিদ্যমান রাষ্ট্রের বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু পশ্চিমী পণ্ডিতরা যে অর্থে ও যে কারণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অবসানের কথা বলেছেন গান্ধীজি সে অর্থে ও সে কারণে রাষ্ট্রের বিলুপ্তাচরণ করেন নি।

(খ) ফিলিপ স্প্র্যাট মহাত্মা গান্ধীর উপর থরো ও টলস্টয়ের কার্যকর প্রভাবের বিষয়টিকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি গান্ধীজীকে নৈরাজ্যবাদী বলার বিরোধী। হরিদাস মজুমদারের মতানুসারে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য নৈরাজ্যবাদের অর্থে সামঞ্জস্য রহিত। গান্ধীজির মতানুসারে সেই রাষ্ট্রই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কম শাসন করে। কোন নৈরাজ্যবাদী এ কথা বলতে পারেন না।

(গ) নৈরাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার কথা বলেন। মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রকে অন্যায় - অবিচার ও হিংসার প্রতীক হিসাবে দেখেছেন।

তাই তিনি রাষ্ট্রের বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনের কথা বলেন নি।

(ঘ) ড. সাওয়ার -এর অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্র সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবিক বিচারে ত্রুটিকা। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কান্ডারী ছিলেন। বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাষ্ট্রহীন সমাজের কথা বলেন নি। কারন সেক্ষেত্রে তাঁর সমকালীন স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্থহীন প্রতিপন্ন হত। এ বিষয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে গান্ধীজির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনস্বীকার্য।

(ঙ) ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতানুসারে মহাত্মা গান্ধী কখনই রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের কথা বলেন নি। তিনি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে স্বীকার বা সমর্থন করেন নি। সমকালীন রাষ্ট্রনীতি ও সামাজিক ব্যবস্থার তিনি বিরোধীতা করেছেন। কারন তাঁর মতানুসারে এই ব্যবস্থা ছিল অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ। এই কারনে তাঁকে নৈরাজ্যবাদী বলা যায় না।

উপসংহার:— মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রচিন্তার আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে অসামঞ্জস্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্বরাজ সম্পর্কে প্রসঙ্গে তিনি একথা স্বীকার করেছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী তিনি সব সময় বাস্তব পরিস্থিতির দেখা পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা ভাবনা করতেন। এই কারণে তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে অনেক সময় অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। একথাও তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে অসঙ্গতি সংগের ব্যাপারেও তিনি তেমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করেন নি। অধ্যাপক ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতানুসারে ঐতিহাসিক কার্যকারণ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

গান্ধীজির মধ্যে আদর্শবাদী দার্শনিকদের সত্তা যেমন ছিল, তেমনি ছিল বাস্তববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সত্তা। বাস্তববাদী রাষ্ট্রচিন্তাবিদ হিসাবে তিনি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। আবার আদর্শবাদী দার্শনিক হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে দার্শনিক নৈরাজ্যবাদ বা ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদ বা শান্তিবাদী নৈরাজ্যবাদের অভিব্যক্তি ঘটেছে।

তথ্যসূত্র

গান্ধীজির রাষ্ট্রচিন্তার প্রকল্পটি আমি ইন্টারনেটের এবং কল্যাণ কুমার সরকার ও অনাদিকুমার মহাপাত্র এবং প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের সাহায্য নিয়ে আর আমাদের মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষক সুবোধ প্রসাদ বর্মন এর সাহায্যে ও আরো অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকার সাহায্যের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি তৈরি করতে পেরেছি।

Methodalogy / পদ্ধতি

ভারতীয় রাজনীতিতে ও সাংবাদিকের ভূমিকা প্রকল্পটি হয়েছে আমায় যে তার জন্য লিখেছি; তাই তার জন্য আমি বিভিন্ন পুস্তক ও ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছি। তাই এই প্রকল্পের যাবতীয় তথ্যগুলি মাধ্যমিক তথ্য বা Secondary data.